

2016

সর্বার্থ সংগ্ৰহ ।

বিভিন্ন রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্যিক বিজ্ঞান নীতি
ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গাখ্যক সাময়িক পত্র ।

১ম সংখ্যা ।

কেন্দ্রগ্রামি, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ ।

১ম ভাগ ।

সম্পাদকীয় উক্তি ।

আমরা পূর্বে এই পত্র বিজ্ঞাপনে যে
সম্পাদক করিয়াছিলাম কহিল, বন্ধুর পরামর্শে
তাঁহা পরিবর্তন করিলাম । এখন এ পত্রের
কেউ বিষয়ে বসবোধ হইবে এমন সাধারণ
কোন প্রকারে হইতে পারেনা । এই সাময়িক
পত্রের প্রধান সম্পাদক আমাদিগের এইমত
মানস ছিল যে কেবল প্রসিদ্ধ ও রমণীয় উপা-
খ্যানাদি লক্ষ্য লক্ষ্য করি, নামে নামে
প্রকাশ করিব, কিন্তু এই এগালী অনেকের
মনোনীত নহে । বাস্তবিক ইহাতে বিশেষ
আপত্তি হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রধান এই
যে, কেবল উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠ করি-
য়া অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, দ্বিতী-
য়তঃ সাময়িক পত্রে শুদ্ধ এক কি দুইটা
উপাখ্যান মাত্র থাকিলে তাহা যেন এক
প্রকার অসম্পূর্ণ বোধ হয় । এই সকল আপত্তি
ভগ্নমার্গে এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নি-
বেশ করা হইর করিলাম । * বিলাতে গিল্ডের
আগার কি কান্সেলস ফেমিলি পেপার প্রভৃ-
তি যে সকল পত্রিকা আছে ইহা ও প্রায়
উল্লেখ্য হইবেক । ইহাতে সাহিত্য নীতি
বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংক্ৰান্ত কাব্য
নবীন প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গাল কাব্য
সময়ে সময়ে প্রকাশ করা হইবেক । বাঙ্গাল
লিখায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র
নাই, এমত প্রসঙ্গ অনেকের মনোমত
হইতে পারে । এমত প্রসঙ্গ অনেকের মনোমত
হইতে পারে । অধিক চর মনোমত যদি
করিয়া পঠের আশ্রয় হইকি কর হইবেক
এইমতকে প্রসিদ্ধ কি সাংখ্যিক কর যাই-
বেক ।

এই পত্রখানি লাহোর মজরা নামে
প্রকাশ করিব, সম্পাদক করিলাম, কিন্তু
উপরেইল কারণে সেই নাম পরিবর্তন করা
গেল ।

প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশের পশ্চিম ষাণ্ডে
সমুদ্রতীরে ১৫৫৫ সন্থা আফ্রিকাপর্বত আশ্রয়-
বাসী ছিল, তখন এক দিন রাজি দুট প্রচুরমেতে
দুইটা ভূজ্য বহুমান্য লোক গিয়া কথোপকথন করি
তেছিল । তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজস্ব
কর্মচারি ভোসেককে কহিল, কি বোধ কর কত্রী এমত
রাত্রি পর্যন্ত কি জীবিত থাকিবেন একবার চাওক

প্রতি দৃষ্টি কর দেখি ? সে উত্তর করিল, এই প্রকার
বাজিয়া ১০ মিনিট হইয়াছে, এক প্রকার বাজি
কাটা ইয়াচেন বলিলে হয় ।

তৃতীয় এই প্রকারে কথা কহিতে এস এক-
বার দ্বার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল এবং মনে
কথা বন্দ পাচে কেই শুনিতো পায় এই আশঙ্কায়
সব জনে মৃত্যু করিয়া বাক্য নিঃসরণ করিতেছিল ।
ইহারা কাশ্চেন টি বরটন নামক একজন দনাড়া
নাবিক কর্মচারির সেবক ।

তৎপরে জেষ্ঠ যে সে বলিল, দুইটিতে এই অ-
জ্ঞার বাজিতে আগরিত থাকিয়া ঘণ্টা গণন করা
বড় বিষম দায় । কনিষ্ঠজন অতি মৃত্যুরে জি-
জ্ঞাসিল, তাই তুমি ত শুনিতো পায় বাল্যকাল
এই স্থানে ঢাকরি কহিতো ছিলেন ? জেষ্ঠ তৃত্য
দশদশে হইয়া বলিল, তোমাকে একথা কে
কহিল ?

যাচা হউক তাই ও সকল কথায় আব প্রয়োজন
মাই এই বলিয়া জোসেফ নামক কনিষ্ঠ তৃত্য তরত
গীতগোপন করিল, সেই সময়ে একটা ঘণ্টার শব্দ
শ্রবিত হইল । সে তখন জিজ্ঞাসিল, আমাদের কাহা-
কে ডাকিতেছে না কি ? জেষ্ঠ উত্তর করিল, এক-
নিম্ন এবাটীতে রহিয়াছ, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া কাহাকে
ডাকিতেছে তাহাও অনুভব করিতে পার না, কতী
শ্রীর পরিচারিকা সাহা-লিনসকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র
হাইয়া ডাককে ডাকিয়া দেও । জোসেফ তখন
একটা প্রজ্জ্বলিত কলিকা হস্তে ধারণ করিয়া দ্বার
উন্মোচন করিল, যাহাতে সম্মুখে একটা ভিত্তির
পাশে সারিত কয়েকটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে তাহাতে তা-
হান দৃষ্টি পড়িল, সবটো গিয়া দেখিল প্রত্যেক
ঘণ্টার উপর পল্লীস্বর প্রত্যেক ভিত্তির আখ্যা-
দ্বিগুণ দিয়া নাম অঙ্কিত করিয়াছে । তখন শীঘ্র যে
ঘণ্টা দোলায়মান হইতেছিল তাহার উপরের লেখা
পড়িয়া দেখিল, “কতী পরিচারিকা” এই কয়েকটা
শব্দ অঙ্কিত আছে । এই দেখিয়া সবরে পা-
দেব হইতে দ্বার খুলিল, তাহাতে দ্বার

উন্মোচন হইয়া গেল, দেখিলেন, বৃহৎ অজ্ঞার,
জনমকর্ম্য মাই । এই কথা সহকর্মচারিকে জ্ঞাত
করাতে সে বলিল, তবে বৃক্ষি সারা আশ্রম শরনা-
গতের কাছে তথায় হাইয়া তাহাকে ডাকিয়া
দেও । এই কথা বলিতেই আবার মজার শব্দ হই-
ল । জোসেফ এক লক্ষ্যে তিন খান্ন কোণাম অতি-
ক্রম করিয়া সারার শরনাগারে গিয়া তাহার নামো-
চ্চারণ করিয়া ডাকিল । অতি নম্র কোমলস্বরে
একটা স্ত্রীলোক উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কেণা” ।
জোসেফ কতীর আদেশ জ্ঞাপন করিবামাত্র সারা
বস্ত্রিকা হস্তে করিয়া দ্বার উন্মোচন করত জোসে-
ফের সম্মুখে দণ্ড, এনি হইলেন । সারা স্বয়ংকে
দীর্ঘাকার, সুদী ও নহে, যুবতী ও নহে । অতি
ডাক স্বভাব দ্বিত্ব প্রথম দৃশ্যে অস্থির চিত্তাবিষ্ট
জ্ঞান হয় । বড় মানুষের বাটার পরিচারিকাদিগের
যেকপ বেশ ভূষণ তাহার কিছুমাত্র নাই, পরিচ্ছদ
যে পর্যন্ত অকৃত্রিম ও সামান্য হইতে পারে তাহাই
তিনি সচরাচর পরিধান করিয়া থাকিতেন । ইহার
তরুণ এই, কিন্তু এমনি একটা তাহার অপূর্ণ বা-
হ্যিক দৃশ্য ছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই
বুত্বহল উদয় হয় । তিনি কে, পূর্বে কেণায় জি-
জ্ঞান এই কয়েক বিষয়ের অস্তিসন্ধান না করিয়া কে-
হই জ্ঞাত থাকিতে পারিতেন না । কিন্তু সারার
স্বভাব একরকম গভীর, অকৃত্রিম, এত শুধ যে তাহার
মুখ বিনিগত আশ্রয় পরিচয় কেই পান নাই । কিন্তু
তাহার মুগ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সকলেরই
এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এক কাল তিনি বিষম যন্ত্রণা
ভোগ করিয়া থাকিবেন, না হইলে এত নিঃশব্দ হ-
ইবেন কেন । যদি এক বিমর্ষে কাহারও মনেই না
হইতে পারে, কিন্তু অনেকেরই এমনি জিহ্বাভীরিক
রোশ ও স্বাক্ষর হইত তাহার একটা অঙ্গনা হইয়া-
ছিল তাহা, তাহাও নির্ভর করিয়া, উপায় ছিল
না । যে কারণে হউক কিহি, যে এককালে অনি-
র্দমনীয় রোশ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাহার
সকল তাহার সর্বদা ভাব্যমান ছিল । তিনি
যুবতী ছিলেন, তাই বটে, কিন্তু যাহাও তাহা

অবশেষে এই স্বার্থপর্যায় বৈধি তাঁহার যে ঘোর
সামর্থ্যকাল প্রতিবাহিত হয় নাই তাহার বিলক্ষণ
প্রমাণ জাজ্জল্যমান ছিল। কপোল বিবর্ণ ও শুষ্ক,
ওষ্ঠদ্বয় অস্বাভাবিক পাতলা, চক্ষু অতি মনোহর
পদ্ম সজ্জিত পাতায় অচ্ছাদিত শুধাশি নিশ্চেষ্ট,
দৃশ্যে চকিত-হরিণীর ন্যায় অতি সম্বন্ধিত। একপ
মলিনতা ও আকারের দৃশ্য বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হ-
ইলে সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিংশৎ বৎ-
সরের অধিক বার্জার বয়ঃক্রম নহে, তাহার যে
এপ্রকার সমস্ত কেশ খল হওয়া অতি বিস্ময়।
ইহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু কৃত্রীপি লোলিত
নাভয় দৃশ্য ইচ্ছা, চক্ষু নিশ্চেষ্ট কিন্তু রসপূর্ণ, ললা-
টের চন্দ্র শিশুদিগের ন্যায় কোমল ও মৃদু। এই
সকল চিত্র যখন বেশের বর্ণের সহিত মিলন করিয়া
অনুভব করা যায় তখন সহজেই চমকিত হইতে হয়।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সাদিগের ন্যায় বেশের
স্বল্পতা কিছুমাত্র ছিল না—মস্তক একেবারে সর্বা-
চ্ছাদিত। যাঁহার বিস্তৃত তাঁহার কেবল এই সকল
লক্ষণ দেখিয়া মনে আপনাপনি বিস্ময়াপন্ন হইতে-
ন তদ্বিষয়ে বেদনা দায়ক কোন প্রশ্ন কখন কাহাকে
ভিজ্ঞাসা করিতেন না, কিন্তু সারাব সহ কর্মচারিরা
অভাবত অজ্ঞ, তাহাদিগের কৌতুহল নিবারণ করা
দুঃসাধ্য হইয়াছিল। সারার শরীরের ত এই সকল
লক্ষণ ছিল, আবার অধিকন্তু তাহার আপনাপনি কথা
কওয়া একটা অভ্যাস ছিল। দাস দাসীরা এই সকল
লইয়া আপনাপনি সর্বদা কান্যাকামি করিত, এক-
সময়ে পরিহাসও করিত, কিন্তু কত্রীর ভয়ে স্পষ্ট
কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিত না। কত্রী আপন
স্বামী অর্থাৎ ভূত্যবর্ণ পর্যন্ত সকলকে নিষেধ কবি-
য়াছিলেন, সারার আপনাপনি কথা কওন বিষয়ে
কিবা তাহার কেশের খবরই বিবয়ে কেহ কেন তা-
হাকে কোন প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা না করেন যেহেতু তাহা-
তে তাহার সম্বন্ধ মনোভূত হয়।

সারা কখনো কখনো হইয়া যুকের ন্যায় ভূত্যের
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, বস্তিকার আলোক
সর্বদা লালিত্বাচ্ছাদিত তাঁহার মুখের চক্ষুদ্বয় ও মস্ত-

কেশের ক্ষেত্রবর্ণ কেশ রাশি জাজ্জল্যমান
হইল। নির্বাকো মুহূর্তকমাত্র এইরূপে দণ্ডায়মান
রহিলেন, বস্তিক-ধৃত-হস্ত কম্পিত হইতে আরম্ভ
তৎপরেই তাঁহাকে ডাকিয়া দিয়াছিল বজিরা ভূতা-
ক ক্রতজরতার সহিত নমস্কার করত গমনোন্মত্ত
হইলেন। স্বভাবতঃ মৃদুভাব, কথা শুনি আনন্দ
মধুর প্রসন্ন হইল। গৃহের সমস্ত ভূতা বর্ণেই সারার
প্রতি দীর্ঘাঘিত ছিল, কিন্তু সে রাতে তাহার ভাব
ভিজ্ঞা দেখিয়া জোসেফের মনে করণার সঙ্কল্প
হইল, যে সারার হস্তে বস্তিকা ধরিয়া বলিল, চল
আমি তোমাকে কত্রীর গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌ-
ছিয়া দেই। সারা তটস্থ হইয়া মস্তক নাড়ি-
য়া সহজে আপনি চলিয়া গেলেন। সারা এবং
জোসেফ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতে
ছিলেন তাহাবই নিম্নের প্রেক্ষাগেহে গৃহিণীর শয়না-
গার। সারা দ্বারদেশে সম্মুখভিত্তি ফলকাল দণ্ডায়মান
রহিলেন, তৎপরে অতি মৃদু শব্দ কবিতা দ্বারে বার-
রেক দুইবার স্পষ্টাঘাত করিলেন। কাপ্তেন ট্রুবটন
আপনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। সারা তাঁহা-
কে দেখিবারাত্র চমকিত হইয়া ভবে দর্শনাত পশ্চা-
তে সন্নিহিত গেলেন। কোন ছুনি বার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি
যদি তাহাকে প্রত্যক্ষোন্মত্ত হইত বোধ হয় তাহাতে
সারার এত ভয় হইত না। কিন্তু কি চমৎকার
ট্রুবটন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহা হইতে কাঁচাও
মন্দ হইবার সপ্রাধান বোধ কখনই হইত না, কি-
ন্তি যে কাহাকে কটু কাটব্য বলিবেন এমন
কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না—তাঁহার মুখ-
মণ্ডলে দয়া ও করুণার ভাব সর্বদা প্রকাশিত
ত্রিত ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অতি সরল ও অকপট,
দ্বার উন্মোচন কালীন তাঁহার চক্ষু অজ্ঞা দ্বারা
বহিতে ছিল। সারাকে দেখিয়া কহিলেন, আইস
তোমার কত্রী কেবল তোমারই আশ্রয় করিতেছেন,
আমি একগে ঘাই, যদি চিকিৎসকের আশঙ্কায়
আমাকে সংবাদ দিও। সারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ না-
করিয়া তাহার আত্ম গমন কালীন তাঁহার দিকে
অনিমেষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। একে প্রত্য-

বক্তা-পাণ্ডুর, তখন আবার তাহার মুখের বর্ণ এ-
 কেবারে যমুদ্রাধিপতির ন্যায় হইয়াছিল, আর সকলকে
 ব্যক্তিগত-ন্যায় ক্রমবদ্ধ বুঝায়মান করিতেছিলেন এবং
 আপনাপনি বর্ণিত্তেছিলেন “এমন কি হবে, কতী
 কি সকল কথা বাক্য করিয়াছেন”। প্রভু অদৃশ্য
 হইবার পর আশ্চর্য বোণীর গুহের দ্বারে আগমন
 করিলেন এবং কণেক দণ্ডায়মান হইয়া শুনিলেন
 গৃহ হইতে কোন কথা শ্রুত হয় কি না। আর
 উদ্ঘাটন করিয়া তদুপরি দৃষ্টকাল লক্ষ হইয়া রহি-
 লেন, তৎপরে পদাঙ্ক গিয়া অগ্রভাগ দিয়া পদ নি-
 ক্ষেপ করত গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহিনীর শয়-
 নাগারের গঠন ও সজ্জা প্রাচীন পদ্ধতিমতে ছিল,
 তাহা বাণীর পশ্চিমভাগে স্থাপিত হওয়াতে তথ
 হইতে সমুদ্র স্পষ্ট দৃশ্যমান হইত, ঘরের এক
 পার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, কিন্তু তদ্বারা
 পরিষ্কার আলোক হয় নাই তাহাতে কেবল গৃহের
 অন্ধকারময় স্থান সকল বিশেষরূপে নির্ণয় হইতে-
 ছিল। দীপ নিখা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল ত-
 দ্বারা ক্ষুদ্র সামগ্রী কিছুনা দৃশ্যমান না হইয়া কেবল
 রহস্যকার দণ্ড ও বসন ভূষণ সকলের কাটাধার
 সকল প্রত্যক্ষ হইতেছিল, একটি গবাক উদ্ঘাটিত
 ছিল তদ্বারা কেবল বাবুকামর-তটে সাগর তরঙ্গের
 প্রতিঘাত জনিত কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। বহি-
 দেশের আর কোন শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হইতে
 ছিল না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। গৃহ মধ্যে
 কেবল রৌদ্রীর ঘাতনার শব্দ প্রবাসের শব্দ এক
 একবার আতিপথাক্ত হইতে ছিল। সারা শস্যার
 পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কতীকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, প্রভু এইমাত্র গেলেন, এবং আমা-
 কে এখানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন,
 আপনাব-একদে যাহা অভিক্রটি হয় বলুন,—“ওরে
 আরো আজ্ঞা কর” কেবল এই কয়েকটি কথা শ্রুত
 হইল। সারা কম্পিত হস্তে দুইটি বর্জিকা জালিয়া
 শস্যার পার্শ্বে একটি কাটাধারে স্থাপিত করিয়া
 চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কণেক
 পরে মোসারি তুলিয়া ধরিলেন।

সারা-লিঙ্গের কতী বিবর রোগগ্রস্ত হইয়াছি-
 লেন, কিন্তু সেই একর-রোগ আর জীলোকধিপতির
 হইরা থাকে, সে রোগের একটি চরমকাল লক্ষণ এই
 যে অস্তরে ক্রমে ক্ষয় করিয়া আনে, বাহ্যে যথো কিছুই
 প্রত্যক্ষ হয় না। প্রবর্তন সাহেবের নারীকে তৎকালে
 দেখিয়া কাহাকে এমন বিশ্বাস হইত না যে তাহার
 আরোগ্যের উপায় নাই। সুস্থকার্য্য তাবত লক্ষণ-
 ই ছিল, তবে কিঞ্চিৎ দুর্বল ও কৃষা। সামান্য পীড়া-
 গ্রস্তের পর আরোগ্য কালীন রূপ দেখায় তাহাকে
 ও তরুণ দেখাইতেছিল। বাচারা পীড়ার প্রথম স-
 ক্ষারাবধি সেধা করিতেছিলেন, তাহাধিপতির মনে এ-
 কবারও ভ্রমে জ্ঞান হয় নাই যে তাহাকে কৃতান্ত এক
 কালীন-গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। মোসারি উদ্ভোলিত
 হইবামাত্র কতী ইঙ্গিত করিয়া কতকগুলি নাটক ও
 কাব্য গ্রন্থ শস্যার ছিল তাহা নাবাকে স্থানান্তর ক-
 রিতে আদেশ করিলেন। সংস্কারের এমন গুণ
 যে সহজে দ্রুত অভ্যাস এককালে ত্যাগ করা যায়
 না। ভূতোরা আপনাপনি বাহা বজ্রিতে ছিল সে
 কথা অমূলক নহে। তিনি এককালে নাট্য সম্প্রদায়ে
 ছিলেন এবং অভ্যাস বশত নাট্যশালায় ব্যবহা-
 রোপযোগী নাটক গ্রন্থ সর্বদাই পাঠ করিতেন।

গৃহিনী স্বভাবতঃ অতি উগ্র ছিলেন, নম্রভাবে
 কখন কাহাকে কোন কথা বলিজে পারিতেন না,
 ভূত্যবর্গ ও পরিজনেরা তাহাকে কৃতান্তসম ভয়
 করিত। তখন যদিও যমুদ্রা আর তথ্যপি রোব-
 পূর্ণ করে সবলে আত্মা দিতে ছিলেন। সারা উক্ত
 গ্রন্থচয় স্থানান্তর করিলে পর গৃহিনী পুনরায় ইঙ্গি-
 ত দ্বারা দেখাইলেন যেন আর একটি আজ্ঞা পালন
 করিতে বাকী আছে। অবশেষে কহিলেন, আর
 অবরুদ্ধ কর—জনমগ্রন্থ কাহাকেও আমার আজ্ঞা
 তির আসিতে দিও না—চিকিৎসক কি তোমার
 প্রভু পর্য্যন্ত নহে। সারা অবাক হইয়া গৃহিনীর
 আজ্ঞা পুনরুচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “সে কি? কতী-
 কেও নহে, বৈদ্যকেও নহে।” “না কাহাকেও নহে”।
 এবং পুনরায় অঙ্গুলির দ্বারা আর সম্বোধন কহিলেন,
 একনি বন্ধ কর। সারা আশ্চর্য্য আর অবরুদ্ধ কর

লেন এবং তৎপরে শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহিণীর মুখ প্রতি এক চুপে চাহিয়া রহিলেন । কণকালপর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তা-কে কি সকল বলিয়াছেন ?—না, “এখনও কিছু বলি নাই,—বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলাম, কিন্তু ভ্রম-বলভকে এমন নিদারুণ কথা বা কি প্রকার বলি, যাহা হউক ছেলেটার কথা না কহিলে সকলই বলিভাম” । সারা ভয়ে ও বিষাদে এতদূর প-গাশু অভিভূত হইয়াছিলেন যে কর্ত্তীর নিকটে আ-ছেন কি আব কোথায় আছেন তাঁহার তখন স্মরণ ছিল না । এককালে শোকে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতেই সম্মুখ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং দুই করপল্লব দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া কাতরে কহিতে লাগিলেন, “আহা ! কি হবে গো কি হবে” । ট্রিভটনের গৃহিণী পূর্বে কত কথা কহিয়া বাতনার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, স্বামীর কথা কহিতে, গদগদ চিত্ত ও অ-শ্রুপূর্ণ নয়ন হইল, অবশেষে পরিচারিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার ঔষধ দেখ ত” । সারা খড়মভিয়া গাত্রোধান করত চক্ষের জল মুচি-লেন এবং তটস্থ হইয়া শয্যার পার্শ্বে যাইয়া জি-জ্ঞাসা করিলেন, “বৈদ্যকে আনয়ন করিব” ? “বৈদ্য নহে, ঔষধ আন” । “এখানে দুইটা বোতল আছে কোনটা দিব, ভূমের ঔষধ দিব” ?—“না না ঐ আর একটা বোতল দেখ” ! সারা বোতল তুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং কহিলেন এ ঔষধ খাইবার এখন ও সময় হয় নাই । “তোরা এত কথার কাষ নাই আমাকে বোতলটা দে” । সারা অঙ্গুলি পুটে কা-উল্লোজিত “কিন্তু” করিয়া কহিলেন “কণকাল বিলম্ব করিলে আমার ঔষধ খাওয়া আর বিঘ-পান করা দুই সমান” । ট্রিভটনের গৃহিণীর দুই চক্ষু হইতে তখন যেন অশ্রুকুলিজ নির্গত হইতে লাগিল, দুই কপোল লোভিত বর্ণ হইল, স-ক্রোধে হস্ত উত্তোলন করত আজ্ঞার দিক্‌জি করিলেন—বোতলের ছিপি খুলিয়া আমাকে দেও, আজি মরি কি সন্তানান্তর মরি আমার পক্ষে দুই সমান এখন একটুকু বসের প্রয়োজন” । সারা

মুখে কাকুতি স্বরে বলিতে লাগিলেন “না না ও বোতলটা নহে,” এদিকে কর্ত্তীর নিকটকারে ভীত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া বোতল বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন এখন ও দুই মাত্রা আ-একটু কাস হউন আমি একটা পাত্র আনি । তি-নিও যেমন পাত্র আনয়ন করিতে মুখ কিয়াই-লেন তাঁহার কর্ত্তী এক চক্ষুকে ঔষধ নিঃশেষ করিলেন । সারা তদুপে চীৎকারমুনি করিতে করিতে দরভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন এবং কহিতে লাগিলেন সকলশব্দে গো কর্ত্তী আশ্রয়ান্তরী হলেন । ট্রিভটনের গৃহিণী সক্রোধে উচ্চস্বরে অরুণাগ করিতে লাগিলেন,—এখনি এদিকে আইস গোটা কতক আবে বালিস আনিয়া আমাকে তুলিয়া দর—এখন ও পথান্ত আমার খাল আছে, শাস থাকিতে আমার বাটতে আমার আজ্ঞা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না । সারা কি করে ফিরিয়া আইল এবং বালিস আনিয়া কর্ত্তীর শীরে ও পুটে দিল । কর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “দুই কি দার উল্ঘাটন করিয়াছিস” । “না”—“দেখ তোকে আমি ভূয়োভূয় নিষেধ করিতেছি আমার আজ্ঞা তির দাব কখন উল্ঘাটন করিস না, এক কর্ম্ম কর্ত্তী সম্মুখে কর্ত্তাপারে লেখনি মস্তাধার ও কাগজের বাক আছে আনয়ন কর । সারা নির্দেশিত স্থানে যাইয়া লিখিবার সামগ্রী তাবৎ বাহির করিলেন—মনের মধ্যে বুঝি কি সন্দেহ হইল তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—লিখিবার আয়ো-জন এখন কেন । কর্ত্তী উত্তর করিলেন দুই লইয়া আয় দেখবি এখন । একটি তক্তা পাত্র লিখিবার কাগজ চন্দ্র-নির্ম্মিত লিখিবার কলক শুদ্ধ গৃহিণীর হাঁটর উপর স্থাপন করিলেন, এবং তৎসমিধান লেখনী ও মস্তাধার ও রাখিলেন । হস্ত পদাদি একে রোপে অবসর, তাহাতে আবার বুদ্ধির চক্ষুত্যা এ অবস্থার সহজে মনের ভাব লি-খিয়া প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে, কর্ত্তী লিখিবার আ-য়োজন সম্মুখে দেখিয়া কর্ত্তক নিম্ভক হইয়া রহি-লেন, দুই একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং

নিখাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে লেখনী ধারণ করিয়া পরিচরিকাকে ডাকিয়া কহিলেন “দেখ কী দিলি।” সারা প্রাপণে টুকুটখীলন করিয়া প্রতিপদ উদ্বিগ্ন চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্যে এই কর্মকাণ্ড কথো লিখিত হইল, “মদীয় স্বামী প্রবৃত্ত কঠিন পি বটনি সাতক প্রচরণে” সারা সূত প্রায় হইয়া কুতালিগুটে নিমিত্ত করিতে লাগিলেন, “এমন কর্ম কহিবেন না কহীকে কিছু লিখিবেন না,” এই বলিয়া গৃহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন, কিন্তু কতী কোপপ্রজ্বলিত নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। গৃহিণী লিখিতে লাগিলেন, লিখিতে হাত শুল হইল শেষ অক্ষর শুলিন এক কালীন মসি দ্বারা পুতিত হইয়া অস্পষ্ট হইল। গৃহিণী কণেক নিস্তক হইয়া পুতলিকা প্রায় চ হিয়া রুজিলেন। সারা এই অবসরে প্রায় নত করিয়া পুনরায় কুতালিগুটে বসিত বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনি কাত হউন, যদি মুখে বলিতে পারেন নাই ত লিখিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই আমার অদৃষ্টে যা হইবার তাই হইবে, আমি যদি এককলি প্রবৃত্তি সঙ্গ করিতে পারিয়াছি তো আর কটা দিন ও সঙ্গ করিতে পারিব, একখা আমাদিগের উভয়ের কেবল সঙ্গের সার্থ হউক, একগতে যেন আর কেহ জ্ঞানিত না পারে। কতী উত্তর কহিলেন, দেখে এ কথা আর অপ্রকাশ রাখা কর্তব্য নহে, আমার স্বামিকে জ্ঞাত করা আবশ্যিক, আমি একবার বলিতে নিষাডিলান, কিন্তু তখন সাহস হয় নাই। আমার পরলোক প্রাপ্তির পর যে ভূমি বলিবে আমার সে বিবাহ হয় না একটা লেখন রাখা আশংক। এক কর্ম কর লেখনী লও, আমার দৃষ্টি কী হইতেছে, আমি যাহা বলি তাই লিখ। সারা কতীর আজ্ঞাপ্রমাণ লেখী ঘুরে আউক শব্দ আর আশংক বস্তু হারা আপনায় মুখ আঁকান করিয়া ক্রোধ কহিতে লাগিলেন, “টি বটনির গৃহিণী প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি লাগিলেন, কেই আমায় বিবাহ অবধি করে-কাত জাহ্ন আমি জেনারকে সাদার

নার কহিট জাম করি নাই।” তৌমারক শবাবর সর্বাধেই নার নিজে তার দেখা হইয়া, আমি একবে মরি ভূমি জামার দেখে কথালি রাখিবে না? আর বাতুল আমার দিকে চাহিয়া দেখে, এবং শোনা। আমার কথা যদি না কহি কর তৌমার পক্ষে বড় বিপর। একখা অবাক থাকিতে আমি কহয়েও মুখ থাকিতে পারিব না। আমি মরিসা ও তোমার নিকট আসিব।” সারা এই কথা শ্রবণ মাত্র আতকে চীৎকার ধ্বনি করত চমকিয়া উঠিলেন, “ভগো কিবল, তোমার কথায় যে আমায় লোম্বাক হয়।” এদিকে উভয়ের শুণে টি বটনের গৃহিণী বিজল হইতে লাগিলেন, অস্থির হইয়া ঠক ঘূর্ণায়মান কহিতে লাগিলেন এবং শব্দাকটকের আয় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন; পরে এক নাটক হইতে জুই এক বচন বলিতে লাগিলেন, এবং রক্তচুম্বী হইতে প্রস্থান কালীন মওকীণা যেমন সর্ষকদিগের পানে চাডিয়া হস্ত উত্তোলন কবিত সাধারণ করে সেই মত ভঙ্গিমা ধারণ করিলেন। এবং মওকীর স্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, “লেখ।” সারা কি করেন, তরে আউষ্ট প্রায় হইয়া বিজল হেতন কতীর আজ্ঞা প্রমাণ লেখনী রাখা করিলেন, কিন্তু অনমনস্ক হইয়া আর এক চিত্তা করিতেছিল “কবল হইতে উদিয়া তোমার কাছে আসিব।” এই কথা তাহার মনে ববারক প্রাণকক ছিল এবং উত্থাই স্মরণ করিয়া কম্পিত হইলেন হইয়াছিল। অতঃপর টি বটনের গৃহিণী দেখিলেন যে উভয়ের প্রতিচব্দ প্রাণ বিকলোনিয় হইয়া আসিতেছেন—আমের বম্বিক্রম হইতেছে। পরে এবেদার কহিলেন এই ভয়ে প্রথমে প্রাণের উদ্বিগ্ন সেরন করিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিতে অন্য একটা প্রকৃতি তথা লইয়া একটা কতপীড়িতালিয়া তথাকালী হাঙ্গরাক-রাজ্য বিকায়ের কিকি উপায়ম্বেষ কহিলেন, মুকলি পুনরায় সমুদিত হইতে লাগিল। তখন সারার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “এমন কাহা বলি তোমার প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি কী করে বচনক তাই কহা প্রবৃত্তি কহিতে লাগিলেন, যার কপিত ২ লিখিলেন এবং

লিখিত হইতে তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি অনুর্গল
বিনির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে তাঁহার কঠিন হৃদয়
কাড়িয়া ফেলিয়া ও পরিতাপ সূচক কীমত প্রদত
হইল। কাগজের টারি শূন্য প্রায় সমস্ত পূর্ণ হইল
গৃহিনী তদন্তে স্থানিত হইলেন এবং কাগজ লইয়া
আলোপাশ্ব দৃষ্টি করত নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর
করিলেন। ক্রমে সেবিত উপদেব প্রত্যক্ষ শরীরে
পরিব্যাধ হওয়াতে পুনরায় বিব্রল হইবার উপ-
কলম হইল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ হইয়া উঠিল, বাক্য
অস্পষ্ট ও জ্বলিত হইতে লাগিল। পরিচারিকার
হস্ত লেখনী দিয়া কহিলেন, “তুই আপনার নাম
নীচে সাক্ষী স্বরূপে লেখ—না না আমি বা আপন
ঘাড়ে সমস্ত দোষ কেন লইব, সাক্ষী নহে সহ-
যোগী লেখ”। পরিচারিকা কি করে আশ্চর্য আ-
দেশ অস্বাভাবিক নাম স্বাক্ষর করিল। তখন গৃহিনী
পুনরায় কহিলেন “আমার পরলোক গমনের
পূর্ব এই পত্র তোমার প্রভুর হস্তে অর্পণ করি এবং
তিনি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন অবিকল
বর্ণনা যাহা জানিস তাই বলিস, মনে করিস যেন
পরলোকে তোমার বিচার হুকে”। সারা কৃতজ্ঞা-
পুটে কত্রীর প্রতি কটাক্ষ করত সাক্ষী অবলম্বন
করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “কি বলিব আমি পাঁচ-
চারিণী না হইলে ইচ্ছা হয় তোমাকে তুলিয়া তোমার
শস্যায় শয়ন করি”। “সে কথা থাকুক এখন
তুমি স্বীকার কর আমার মৃত্যুর পর তোমার প্রভুর
হস্তে এই কাগজ দিবে, না তোমার কথায় আমার
প্রতীতি হয় না, তোমাকে শপথ করিতে হইবে, ঐ
ধর্ম পুস্তক খানি আন তুমি শপথ না করিলে আমি
কবর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না, আমাকে আবার
সেখানি খোঁকে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে
হইবে”। শোষিত তর্য প্রদর্শনের পর কত্রী ইনিয়া
উঠিলেন। পরিচারিকা কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম পু-
স্তক আনিয়ন করিলেন। গৃহিনী ধর্ম পুস্তক লে-
খিয়া কহিল “এই পুস্তক না আমাদের বাটীর যাজক
মধ্যে রাখেন,—লোকটি বড় মন্দ নম, ইতিমধ্যে
একদিন আমাকে সাক্ষী করিতে করিতে বলিতে-

ছিলেন, এখন সে অস্থিরকাল উপস্থিত, কাহারো স-
হিত বিরোধ নাই তুমি “আমি কি উত্তর দিলাম
জানিস, আমি বলিলাম, এক জন চাড়া আমার
সকলের সহিত প্রতি আছে। সে এক জন কে জা-
মিস্ত”। সারা উত্তর করিল “প্রভুর জ্ঞাত আপ-
নার দেবত—এমন কথার করিবেন না, এমন কি
কাহার সহিত ঐমতজন রাখা করুন”। কত্রী
কহিলেন, “যাজকও ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তিনিও
বলিয়া ছিলেন তাহার যে অপরাধ হইল, এখন
সকল দোষ না ক্ষমি করি উচিত”। “আমি তাহাতে
উত্তর কহিলাম, সকলের দোষ না ক্ষমা কবিত্তে
পারি দেবতের যে দোষ তাহা এতদূর হইতে অপণীত
হইয়াব নহে। ঐ কথা জামিয়া যাজক কহিলেন,
কঠোর অনুতাপ না করিলে তোমার মন পবিত্র
হইবেক না, আমি আবাব ফিরে আসিতেছি”। “কি
বল যাজক পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন”।
এই অবসরে সারা ধর্ম পুস্তকখানি আস্তে আস্তে
জ্ঞানাত্মক করিতেছিলেন, কত্রী তদন্তে স্বীয় স্বা-
ভাবিক উগ্রভাব বারণ করত কোণ দৃষ্টে দারার
এক হস্ত ধারণ। ধর্ম পুস্তকে উপর রাখিলেন
অপর হস্ত দ্বারা আপনার শস্যায় আশ্রয়ন উভোলম
করিয়া পূর্ক লিপিত পত্রখানি অঙ্গসন্ধান করিতে
লাগিলেন, পত্রখানি পাঠিয়া যেন উদ্ভিন্ন দূর হইল
এই ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
অবশেষে কহিলেন, “আমি এখন পর্যন্ত এত অ-
জান হই নাই যে তোমার কোণে ছিল, তোমা-
কে শপথ করিতে হইবেক, তোমার কথার উপর
আমি আর নির্ভর করিতে পারি না। ভাল নত কর,
ধর্ম পুস্তক লও, জানিও আমার এই শেষ আজ্ঞা,
লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় করিও”। সারা প্রায় শেষ
চারিদিক নিস্তক জন মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, বস্ত্র-
কার দীপ্তি ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, মন্দ
মন্দ প্রভাত সমীরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল,
শব্দের মধ্যে কেবল সামনের তরঙ্গের শব্দ এক এক-
বার স্পষ্ট পঞ্চাঙ্ক হইতেছিল। এই কালে টাউন
নের দুইয়-প্রায় গৃহিনী শয্যা হইতে এক

দাঁড়ে চিহ্নিত, “শপথ কর,” চক্ৰবর্তী বশত এক-
দিক তাঁহার বাক্যে গাঢ় হঠোঁট ছিল, আবার ফণেক
পরে পুনরায় সেই আদেশ করিতেছিলেন অবশেষে
কিঞ্চিৎ বল পাঠিয়া কাঁচলেন, “শপথ কর যে আমার
মৃত্যুর পর তুমি এই লেপি নষ্ট করিবে না।” সারা এই
কালে দেখিলেন মৃদু কত্রী স্বীয় হস্ত তাঁহার হস্তের
উপর চড়াইতে উত্তোলন করিয়া দুইবার কি একবার
তাঁহার মুখেব দিকে প্রসারণ করিয়া শব্দ করি-
লেন। অবশেষে তাঁহার হস্ত পুনরায় প্রারম্ভ করিলেন
সামান্যত্ব হবে কহিলেন, “হাঁ আমি শপথ করিলাম।”
কত্রী কেবল এই কথাই শুনি নাই হইয়া পুনরায়
অনুরোধ করিলেন, দিবাকর যে আমার মৃত্যুর
পর যদি তুমি একটি হস্তে যাও তবে এ লেপি বা-
নি নষ্ট হইবে না। সারা ফণেকাল নিশ্চল থাকিয়া
কিঞ্চিৎ ভাব চিন্তা করিতেছিলেন “আচ্ছা
হাঁ আমি শপথ করিলাম।” কিন্তু ইচ্ছা হইতে চলে না হ-
ইয়া কত্রী পুনরায় কহিলেন “আমি বললাম— কি
অবশ্যই কথ্য আদিত হইল ন। স্বয়ংক হইয়া গেল,
মুখস্ত্রী বিস্মিত আবার দারুন কবিল উত্তোলিত হস্তের
অঙ্গুলিচয় বাক হইতে লাগিল, বিস্ময় কণ্ঠস্থ হস্ত
ঔষধ আদ্যাব দিকে দাব্য প্রদানিত হওয়াতে
যাব তখন বসিতে পারিলেন যে পুনরায় সেই
ঔষধ আদেশ করিতেছেন। তাতাতে কহিলেন আর
কি আপনি সে সময় বাখিয়াছেন, যাহা ছিল তাৎ
যে পান করিলেন এমন কেবল সেই মিত্রার ঔষধ
আছে আমি তাহা কাহাকে ডাকি। এই কথা বলিয়া
দার দিকে গমনোদ্ভূত হইলেন, কিন্তু কত্রীর কোণ
দৃষ্টি দেখিয়া চলনশীল হীন হইয়া চিত্রিতের ন্যায়
দণ্ডায়মান বহিলেন। মৃদু নারীব গুণ্ডন কণি-
তেছিল, বিবেচনা করিলেন কোন কথা বুঝি বলি-
তেছেন, এই ভাবিয়া নিজ কর্ণ কত্রীর ওষ্ঠের সহিত
সংলগ্ন করিলেন, কিন্তু স্থানের শব্দ ভিন্ন কোন কথা
শ্রুতিতে পাইলেন না, ক্রমে দুই এক অপ্রস্তুতিত
কথা বিনির্গত হইতে লাগিল, অবশেষে কেবল এই
কথা শ্রুতিলেন যে “সারো সঠিকই হই আমার আর
ক কথা বলিবার আছে।” কিন্তু মুখের কথা

মুখেই বহিল, বাক্য নিঃসরণ হইল না, ক্রমে সর্বাঙ্গ
স্পন্দহীন হইয়া আসিল। সারা এক লক্ষ হার উ-
দঘাটন করিয়া পরিজনদিগেরে ডাকিতে লাগিলেন
আবার দেড়িয়া আসিয়া শয়ন কহিতে লিখিত কংজ
খানি লইয়া প্রাণপনে আপন বক্ষ স্তলে পরিধেয় ব-
স্ত্রের নীচে রাখিলেন। কত্রী মৃতপ্রায়, কিন্তু তখনও
প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। সারা যখন পত্র তুলিয়া লই-
লেন এবং সেই পত্র আপন পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে
রাখিলেন ততাকত্রী দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টি
কটাক্ষ কবত মুখ ভঙ্গিমার দ্বারা কোণ ও বিরক্ত
প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কি করেন বাক্য হীন, কোন
কথা বিনির্গত সামর্থ্য নাই। পরম্পরেষ্ট মধ্য দিবা
হইল সর্বাঙ্গ শিব ও স্পন্দহীন হইল চক্ৰ মুদ্রিত
হইয়া আসল গুণ্ডন দ্বয় বিভিন্ন হইল, গাঢ় বিরোধ
হইল। উত্তোমোচ্চো সারার শব্দ শ্রুতিয়া চিকিৎস-
ক ও একজন বাক্তি একটি ভৃত্য সম ভবান্নারে
গুরুত্ব গৃহ প্রবেশ করিল। চিকিৎসক তাড়াতাড়ি
শয্যার পার্শ্বে যাওয়া দেখিলেন যে তাহার কাণ্য
আব নাই, মিরবা ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন শীঘ্র
তোমার প্রভুকে বল যে তিনি যেন গৃহ হইতে বহি-
গমনা হন আমি আসিতোছি। গৃহ মধ্যে এতলোক
আইল, কিন্তু সারা কাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত
করিলেন না, পুস্তলিকার ন্যায় আপনি এক পার্শ্বে
দাড়াইয়া বহিলেন। যাত্রী শবের আক্ষদিন বস্ত্র তু-
লিয়া দেখিবামাত্র বিকটাকার দেগিয়া সিঁহরিয়া উঠি-
লেন, তাৎপরে চিকিৎসকের প্রতি চাহিয়া সারার দিকে
অঙ্গুলি দশাইয়া কহিল, এঁর এ ঘরে আর থাকিবার
প্রয়োজন কি, যে প্রকার দেখিতেছি ইনি, যেন এ-
কেবরে মৃতকল্প হইয়াছেন। বৈদ্য তাহার কথার
পোষকতা করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ নি-
তান্ত অসঙ্গত নহে। তাৎপরে সারার স্বরূপে স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, “দেখ তুমি এখন একটুক অন্যজ্ঞে
যাও।” সারা গাজস্পর্শ হইবামাত্র একেবারে
চমকিত হইয়া উঠিলেন, গুরুত্ব আপনার বক্ষদেশের
কাগজ অঙ্গের করিতে লাগিলেন, কাগজ স্পর্শ
করিবামাত্র ননের সন্ধেহ দূর হইল, তাড়াতাড়ি

হইবে, তাহাও হইবে, জোয়ার পল্লব অস্ত
বিচারাণী করা ভাষায় জানিতে পারিলেন যে এত
কিছুতেই তাহা নহে অপারক যে মন্ত্রি ইহার শাস্তি
এতদূর হইতে পারে।

সম্রাট হুয়ান ইচ্ছা করিতেন যে, সচল কাহারো
সহোদর। যেন এমন ইচ্ছা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হইতে, কিন্তু কার্যক্রমে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল একাধারে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যক্ষ না করিয়া মনে ক্রটি স্থাপিত হইয়া
সামান্য আশ্রয় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাট ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও যাজ্ঞিক নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ হুয়ানদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
হিষ্ট, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাস্তর
কৌশলান্তরে সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমাবধি
রাজধানীর উপস্থিত দুইদিকের তারং রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমক উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সম্রাট প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

একদিন মন্ত্রি হুয়ান ইচ্ছা করিয়া তাহা
করিলেন, তাহাও হইবে, জোয়ার পল্লব অস্ত
বিচারাণী করা ভাষায় জানিতে পারিলেন যে এত
কিছুতেই তাহা নহে অপারক যে মন্ত্রি ইহার শাস্তি
এতদূর হইতে পারে।

নবম দিবসে আমার মানব লীলা সমরণ হইবে।
রাজ্যের পালন ও প্রজাতির ক্রোধামল নিকান
কনা আমার প্রকাশ্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।
তাহারো অতি খেদে কহিলেন, তুই বৎসর কাল অতি
তুচ্ছতর তুচ্ছ শাস্তি রক্ষক সকল অপারিসীম পরি-
শ্রম ও ব্যয় দ্বারা যে তুচ্ছ তুচ্ছ প্রকাশ করণে অ-
সমর্থ হইয়াছেন অষ্টাহকাল মধ্যে আমি তাহার
কি করিব। মন্ত্রি দ্বারা ধূলীকে সর্গ করা ও মনুষ্যকে
অমর করা তা সাধ্য বলিলে হয়। কোমলাঙ্গি ক
আ-
রি দ্বিতীয় মন্ত্রিও কহিলেন। মিত্র। উপা-
কিছু নাই। রাজভরনে জোয়ার এমন আত্মীয়
সন্তন কেহ নাই যদ্বারা সম্রাটের এই অসমত আত্মা
পরিবর্তন হইতে পারে। ভাষা বলিলেন, আ-
মার ভ্রাতা পাদিনাহ সাহেবের ক্ষমতা অনেক
আছে, তিনি এই রাজ্যের অনাধার করিলে করিতে
পাবেন।

হাসান ইচ্ছা করিতেন যে, সচল কাহারো
সহোদর। যেন এমন ইচ্ছা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হইতে, কিন্তু কার্যক্রমে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল একাধারে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যক্ষ না করিয়া মনে ক্রটি স্থাপিত হইয়া
সামান্য আশ্রয় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাট ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও যাজ্ঞিক নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ হুয়ানদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
হিষ্ট, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাস্তর
কৌশলান্তরে সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমাবধি
রাজধানীর উপস্থিত দুইদিকের তারং রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমক উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সম্রাট প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

२. क.स. वि.

[illegible]

卷之四

[illegible]

কিন্তু আমরা তাহা শুধুই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।
আমি আপনাদের নবজন্মে পুনর্জন্ম করিয়ে
পারিলাম। এই কথা শুনে আমরা একবারে আ-
নন্দে গগন মিশ্র হইলাম। অতীত স্মরণ করিয়া
তাহাদিগের মান প্রভাষা করিতে তাহারা বসি-
লেন যে জোড়ার নাম শুনেছার আর কনিষ্ঠার
নাম খাঁরজা। যিনি উচ্চ-স্বরে ক্রিষ্ণ পুরী আ-
মিনার নাম পবিত্র আকিত্তে ছিলেন। তিনি তাহা-
দের পিতা তাহার নাম দাশভাবান পাতা।
আমি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম যে এক ব্যাপারের
পর তাহারা আমিনার সন্তান কি প্রকার ব্যবহার ক-
রিলেন আর আমিনার বা তাহাদিগের অধঃপূর
নাম পুনরায় প্রবেশ হইতে উপায় কি? শুনে
এব উত্তর করিলেন আমিনা তা এখন আমাদিগের
মতে, সে আর আমাদিগের আচ্ছা লঙ্ঘন করতে
পারিবেন না আর যদি আমাদিগের বিমাতা মিলে
যমো ব্যবহার জানিতে পাবেন তিনি বা আমাদি-
গের বিশেষ কোন কথা বলিবেন তাহাও শঙ্কা
নাহ। বরং আমিনা তাহার অভিসন্ধি সকলই জানি-
লাম। ফলিন এতৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কাক-
লেব পর করিলেন কন্যাদেব উপস্থিত বন্ধি বিল-
ক্ষণ দেখিতে পাই। লুকস করিলেন, আপনি
তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝা জ্ঞান করিবেন না,
তাহারা "বিভাদিত্ত" লুকপট" কল কোশল কিছুই
জানেন না। দুই বুদ্ধি কিছুই নাই, তবে আমাকে
তাহাদিগের পরমাগমের আকিঞ্চন প্রকাশ করিবার
অভিপ্রায় শুধু কেবল আপনার কাল বিনোদন
করা নিবাহন নিজেই অন্তঃপুত মতো পিতার আ-
বদ পক্ষিত ন্যায় নিরন্তর কালকল্পন করা ম-
তান্ত করিয়া। বুদ্ধি কেশ দূর হইবার সুবিধা
দেখিলে সহসা তাহার জরলীন করিম্ব বড আ-
নন্দে নীতি কারাবদ্ধ বন্ধিয়া। তাহা সহসা কেতক
অনন্ত বাক্যস্বার্থে দুই এক দণ্ড কালব্যব উপায়
কিন্তু তাহা কি পবিত্র আকিত্তে সন্তত ইচ্ছা করে
কিন্তু তাহা কি করা যায় তাহাতে পাই। তিনি
কিন্তু তাহা কি করা যায় তাহাতে পাই। তিনি

আমিও তখন জামিহীন। এককভাবে কি মিলিত
কামিনী প্রমোদের অভিপ্রায় দেখিলাম। তিনি
তবিশেষ আমার সন্দেহ মার নাহি। জামিহীন
রূপে পাশকতা করিতে করিলেন। বন্ধু বন্ধু
বলিয়াছেন। "এমন মনে মিলিত্যে বন্ধু বন্ধু
কল্পন পক্ষণ করিবেন না। আমিনা কন্যার
কন্যা বলিলেন, মনে মনে আমিনার মনে
কন্যা মনে মিলিত্যে আছে, দেখিতে পাই।
লিখিত উত্তর করিলেন মনে মনে মিলিত্যে
পান মিলিত্যে মিলিত্যে পাইবেন। লুকস করিলেন
বলিলেন, কন্যাদেব মনে মনে আমিনার
মামুী প্রভাষা মামুী প্রভাষা আমিনা হই-
ল। লামিন কথায় কথায় তাহাদিগকে বন্ধি
নাম বা মামুী প্রভাষা আমিনা দুইমিলিত্যে
বাম মামুী প্রভাষা বন্ধি মামুী প্রভাষা
মামুী প্রভাষা আমিনা আমিনার সন্তান
বন্ধি করিয়া দেও। কন্যাদেব এই প্রভাষা
আপত্তি না করিয়া বন্ধি মামুী প্রভাষা
এব তৎপর আমিনা নীতি প্রভাষা
প্রভাষা মামুী প্রভাষা আমিনা
আমিনা মামুী প্রভাষা মামুী প্রভাষা
কবিত পাই। মামুী প্রভাষা বলিতে কি
হাব আমাদিগের চিন্তা করিয়াছে, যদি
তাহার পানিহীন করিলে হয় আমি
আব কাকাকে বন্ধি করিব না।
লেন আমিনা আমিনার বাহ্য
ও তাহা ভিন্ন আমিনা আমিনা
খালিল মামুী প্রভাষা আমিনা
আমি আমিনার নীতি
যে আমিনা একজন বন্ধি
করিতেছেন তাহা কোন
এই কথা শুনিবামাত্র
বাহ্য উত্তিলেন, অভিপ্রায়
এত কথা বলিবার
গত পরে
করিতেছেন তাহা
করিতেছেন তাহা

গাৰ্ভসেবন

নিখাস দাঁড়াইয়া বায়ু প্রসারণ করে। যখন সেই বায়ু
আবার প্রসারের দ্বারা সংহত করিলে, যার কোন
ফলাফলক হয় না যেমন পবিত্রান জল নদী
কিনা অঙ্গাঙ্গী হইতে জায়গা করিয়া পিত্ত কিম্বা
তৈলতদাদি যোগ্য করিলে আর বায়ুতার শোষণ হয়
না। কিন্তু স্থানে উক্ত কিম্বা বাটার শয়ন-পাত্রে
উক্ত যে স্থানে অধিক ঠাণ্ডা একে নিখাস প্রসার
করে সে স্থানের বায়ু ও উত্তমিষ্টে বিকল্প হয়।
সেই বায়ু অধিক কাল সৌর কারলে অচিরে নো-
না প্রাপ্ত হইতে হয়। ও উত্তমিষ্টে শয়ন-পাত্র
কিনা উক্ত নিখাস হয় ও তাহারে উক্ত ঠাণ্ডা
তাড়া হইলে পুত্থা দেয়। তাহারে উক্ত এক প্রকার
এক পার্বে রাতি হইলে তাহারে উক্ত ঠাণ্ডা
কিনা খোলা আয়তন দাঁড়াইয়া উক্ত বাসিন্দার
গায়ত্রীরে থাকে উক্ত ঠাণ্ডা এক করি। তাহার
পরিষ্কার বায়ু প্রবেশ করি। তাহারে এক
পরিষ্কার উক্ত বায়ু আনে। তাহারে এক

উ.
 দিয়া
 নিয়
 ডে এ
 যাক আব ব
 "অবশ্য নাক
 ম ধর্মোপ
 অধর্ম বর্ণ
 ফেরে স্যামের প্রা
 সইনয় কতরা মেট
 সাবে শরীরগ
 এককখন প্রসিকি চি
 বাকি : দুবৎ
 গোষ্ঠি বার জ
 মানটে এই মানি
 মানটে বায়ুকেমে
 হয় না। এক
 তকে মে এক বটায়
 হয় এবং এক চিবা রা
 এক এই স্মরণ রাখা কর
 দুই ক্রম, অধিক
 কমে কমে এক গহন
 কমে কমে এক বা
 কমে কমে এক
 কমে কমে এক
 কমে কমে এক

